নিড্‌স এসেসমেন্ট ফর ক্লাষ্টার ডেভেলপমেন্ট

কুমারখালী টেক্সটাইল শিল্প ক্লাষ্টার -এর উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সমূহ নির্ধারণের লক্ষ্যে আয়োজিত মত বিনিময় সভার প্রতিবেদন

১১ মে ২০১৩, রোজ শনিবার, সকাল ১১.০০ ঘটিকা

সভাকক্ষ, কুমারখালী ইর্য়াণ মার্চেন্ট এসোসিয়েশন, কুমারখালী, কুষ্টিয়া

আয়োজনেঃ এসএমই ফাউন্ডেশন

সহযোগিতায়ঃ কুমারখালী ইর্য়াণ মার্চেন্ট এসোসিয়েশন, কুমারখালী, কুষ্টিয়া

সূচী পত্রঃ

অধ্যায়ঃ		পৃষ্ঠা নাম্বার
১. সারাংশ	ঃ	
ক. ভূমিকা	.....	৩
খ. লক্ষ্য	.....	৩
গ. কর্ম পদ্ধতি	.....	৪
ঘ. উক্ত ক্লাষ্টার গুরুত্বপূর্ণ কেন	.....	৪
ঙ. যোগাযোগ তথ্যাদি	.....	৪
চ. ব্যবহৃত নথিপত্র	.....	৪
২. ক্লাষ্টারের তথ্যাদি	ঃ	
ক. ক্লাষ্টারে উৎপাদিত পণ্য তালিকা	.....	৫
খ. পণ্যের মাণ ও উৎপাদনশীলতা	.....	৫
গ. ব্যবহৃত কাচাঁমাল	.....	৫
ঘ. বর্তমানে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি	.....	৫
ঙ. উৎপাদন পদ্ধতি	.....	৫
চ. বাজারজাতকরণ পদ্ধতি	.....	৫
৩. প্রাপ্ত তথ্যাদি	ঃ	
ক. প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি	.....	৭
খ. ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাদি	.....	৭
গ. আইসিটি ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্যাদি	.....	৭
ঘ. রপ্তানী সংক্রান্ত তথ্যাদি	.....	৭
ঙ. ভবিষৎ সম্ভাবনা	.....	৮
৪. চিহ্নিত সমস্যাবলী	ঃ	**৯**
৫. সুপারিশমালা	ঃ	**১০**
৬. উপসংহার	ঃ	**১১**

অধ্যায় - ১. সারাংশ

ভূমিকাঃ

গত ২০১১-২০১২ অর্থবছরে এসএমই ফাউন্ডেশন সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপি এসএমই ক্লাষ্টারগুলো চিহ্নিতকরণ কর্মসূচীর আওতায় "এসএমই ক্লাষ্টার ম্যাপিং" করেছে। চলতি অর্থবছরে ফাউন্ডেশন চিহ্নিত এসএমই ক্লাষ্টার সমূহে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য ঐসকল ক্লাষ্টারের উন্নয়ন চাহিদা নিরুপন (নিড্স এসেসমেন্ট) করার কার্যক্রম হাতে নিয়েছে।

এলক্ষ্যে প্রণীত প্রশ্নমালার যথাযথতা নির্ধারণের লক্ষ্যে ঢাকা শহরের মধ্যে একটি ও ঢাকা শহরের বাহিরে একটি মোট দুটি ক্লাষ্টারে পরীক্ষামূলক মতবিনিময় সভা (এফ.জি.ডি) আয়োজন করা হয়েছে। পরীক্ষামূলক ভাবে যথাক্রমে "ভৈরব পাদুকা শিল্প ক্লাষ্টার" এবং " চকবাজার, ইসলামবাগ ও লালবাগ এলাকায় অবস্থিত প্লাষ্টিক শিল্প ক্লাষ্টার"-এর উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সমূহ নির্ধারণ করা হয়।

পরীক্ষামূলক নিড্স এসেসমেন্ট সভা সমূহ হতে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার আলোকে গত ১১ মে ২০১৩ তারিখে কুমারখালী টেক্সটাইল শিল্প ক্লাষ্টারের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সমূহ নির্ধারণের লক্ষ্যে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশন সমূহের সভাপতি, সহ-সভাপতিগণ সহ উক্ত ক্লাষ্টারের প্রায় ৫০ জন উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন।

লক্ষ্যঃ

পর্যায়ক্রমিকভাবে সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী চিহ্নিত সকল এসএমই ক্লাষ্টারের উন্নয়ন চাহিদা নিরুপনের লক্ষ্যে চলতি অর্থবছরে " নিড্স এসেসমেন্ট ফর ক্লাষ্টার ডেভেলপমেন্ট "-শীর্ষক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত কর্মসূচীর আওতায় গত ১১ মে ২০১৩ তারিখে কুমারখালী টেক্সটাইল শিল্প ক্লাষ্টারের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সমূহ নির্ধারণের লক্ষ্যে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। সভার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ক্লাষ্টারের উদ্যোক্তাগণের কাছথেকে তাদের উন্নয়নের অন্তরায় সমূহ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া এবং উক্ত ক্লাষ্টারের উন্নয়নে এসএমই ফাউন্ডেশন / সরকার / উন্নয়ন সহযোগি প্রতিষ্ঠান সমূহ কী কী পদক্ষেপ গ্রহন করতে পারে সেগুলো নির্ধারণ করা।

কর্ম পদ্ধতিঃ

একটি উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে ক্লাষ্টারের উদ্যোক্তাগণের কাছ থেকে উক্ত ক্লাষ্টারের উন্নয়ন চাহিদা নিরুপন করা হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে পূর্ব নির্ধারিত প্রশ্নমালার আলোকে আলোচনা সঞ্চালনা করা হয়েছে। একই সাথে প্রশ্নমালাটি বিতরণ করে উদ্যোক্তাগণের দ্বারা পূরণ করানো হয়েছে। এর ফলে আলোচনার মাধ্যমে উদ্যোক্তাগণের মৌখিক এবং প্রশ্নমালা পূরণের মাধ্যমে লিখিত মতামত সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে।

এছাড়াও উক্ত সভায় বিদেশী দুইজন ক্লাষ্টার বিশেষজ্ঞ উপস্থিত ছিলেন। যারা ফ্লিপ চার্ট ব্যবহার করে ক্লাষ্টারের নানাবিধ সমস্যাবলীকে প্রয়োজনীয়তার আলোকে অগ্রাধিকার তালিকা করার চেষ্টা করেছেন। একইভাবে সুপারিশমালাগুলোকেও প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে অগ্রাধিকার তালিকা করার চেষ্টা করেছেন।

কুমারখালী টেক্সটাইল ক্লাষ্টার গুরুত্বপূর্ণ কেন?

আনুমানিক ১৯৪০ সালে শুরু হয়ে এখন এটি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ হোম টেক্সটাইল শিল্প ক্লাষ্টার। বিপুল সংখ্যাক মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি এই ক্লাষ্টার দেশের অর্থনীতিতে বিশেষ অবদান রেখে চলেছে। এখানে আনুমানিক ১০০০ কারখানা রয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ৬০,০০০ (ষাট হাজার) লোকবল কাজ করছে। যাদের মধ্যে শতকরা ২০ জন নারী শ্রমিক। দেশের চাহিদা পূরণের পাশা পাশি উক্ত ক্লাষ্টারে উৎপাদিত পণ্য এখন বিদেশেও রপ্তাণী হচ্ছে।

যোগাযোগ তথ্যাদিঃ

রাজধানী ঢাকার সাথে জেলা শহর কুষ্টিয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল; যদিও ঢাকা শহরের সাথে কুষ্টিার একটি ফেরি পারাপার রয়েছে। তবে পার্শবর্তী জেলা রাজবাড়ী বা দেশের উত্তরাঞ্চলের প্রায় সবকয়টি জেলার সাথে কুষ্টিয়ার যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল।

রাজবাড়ী কুষ্টিয়া মহাসড়কের পাশে কুমারখালীর অবস্থান। এই ক্লাষ্টারের অধিকাংশ স্থানে পাঁকা সড়ক যোগাযোগ আছে।

ব্যবহৃত নথিপত্রঃ

উদ্যোক্তাগণের সাথে অনুষ্ঠিত এই মতবিনিময় সভায় একটি প্রশ্নমালা (সংযুক্তি - ১)ও ফ্লিপ চার্ট ব্যবহার করা হয়। সভায় উপস্থিতি তালিকা (সংযুক্তি - ২) এত্দ সঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

অধ্যায় - ২. ক্লাষ্টারের তথ্যাদি

ক্লাষ্টারে উৎপাদিত পণ্য তালিকাঃ

উক্ত ক্লাষ্টারে বিভিন্ন সাইজের চাদর, বেড সীট, বেড কভার, লুঙ্গি, গামছা, জায়নামাজ, হাতের রুমাল ইত্যাদি পণ্য উৎপাদিত হয়ে থাকে।

পণ্যের মাণ ও উৎপাদনশীলতাঃ

কিছু কিছু কারখানা আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে অত্যন্ত ভাল মানের পণ্য উৎপাদন করে থাকে। বিশেষ করে কুমারখালীর বেড সীট ও লুঙ্গি -র সুনাম সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপি। তাবে এখানকার অধিকাংশ উদ্যোক্তা বিভিন্ন পরিবারে দাদন দিয়ে হেন্ডলুমে বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন করে থাকে, পাওয়ারলুম বা আধুনিক কোন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করলে এই ক্লাষ্টারের উৎপাদনশীলতা বহুগুন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

ব্যবহৃত কাঁচামালঃ

উক্ত ক্লাষ্টারে প্রধানত বিভিন্ন প্রকারের সুতা ও রং প্রধান কাচাঁমাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বর্তমানে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিঃ

ক্লাষ্টারের প্রধান যন্ত্রপাতি গুলো হচ্ছে হ্যান্ড লুম, পাওয়ার লুম, উইভিং, ডাবলিং, চ্যালেঞ্জার, পান ওডিং এবং কোন ওডিং ইত্যাদি।

উৎপাদন পদ্ধতিঃ

বর্তমানে এই ক্লাষ্টারে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহারের পাশাপশি অধিকাংশ কারখানাতেই পুরনো প্রযুক্তির হ্যান্ড লুম ব্যবহৃত হয়। যার কারণে এখানকার শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা অত্যন্ত কম। শুধু হ্যান্ড লুম থেকে পাওয়ার লুমে উন্নয়ন করতে পারলেই উক্ত ক্লাষ্টারের উৎপাদনশীলতা বহুগুণে বৃদ্ধি করা সম্ভব।

বাজারজাতকরণ পদ্ধতিঃ

এখানকার অধিকাংশ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারই কোন বিক্রয় কেন্দ্র বা শো-রুম নেই। তারা স্থানীয় হাঁটে বিভিন্ন স্থান থেকে জরো হওয়া পাইকারদের কাছে পণ্য বিক্রি করে থাকে। ফলে তারা পণ্যের ন্যায্য মূল্য পায়না বলে মনে করে।

তবে, এখানকার মাঝারি উদ্যোক্তাগণ নিজস্ব শো-রুমের মাধ্যমে এবং দেশের বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত পাইকারী বাজার গুলোতে নিজস্ব শো-রুম বা ডিলারের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় করে থাকে। কুমারখালীর কিছু ব্যবসায়ী নিজ উদ্যোগে পণ্য বিদেশে রপ্তানী করে থাকেন। তবে তাদের সংখ্যা অত্যন্তই কম।

অধ্যায় - ৩. প্রাপ্ত তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত উদ্যোক্তাগণ অবহিত করেন যে, আজ পর্যন্ত অত্র ক্লাষ্টারের শ্রমিক, কারিগর অথবা উদ্যোক্তাগণকে তাদের দক্ষতা উন্নয়ন বা পণ্যের মান উন্নয়নের জন্য কোন প্রকার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়নি।

সভায় প্রায় প্রত্যেক বক্তাই তাদের বক্তৃতায় উন্নত প্রশিক্ষণের চাহিদাটি জোর দাবী হিসেবে উপস্থাপন করেন। তারা বাজারজাতকরন, পণ্যের মাণ নিয়ন্ত্রণ, মেশিন রিপেয়ারিং, হিসাব রক্ষন, মেশিন পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করার জন্য আবেদন করেন।

ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

উক্ত ক্লাষ্টারের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তিতে নানা জটিলতার কারণে বড় ব্যবসায়ীগণের দাদন নির্ভর ব্যবসা করে থাকেন। এতে করে তারা উৎপাদিত পণ্যের বা প্রদত্ত শ্রমের সঠিক মূল্য হতে বঞ্চিত।

অপরদিকে মাঝারি উদ্যোক্তাগণ বিশেষকরে সিসি লোন নির্ভর। তারা মনে করেন দীর্ঘ মেয়াদি বিনিয়োগ ঋণ পেলে এই শিল্পের দ্রুত বিকাশ ও উন্নয়ন ঘটবে। কারখানা মালিকগণকে স্বল্প সুদে ঋণ সরবরাহ করার জন্য তারা সরকারের / এসএমই ফাউন্ডেশনের সুদৃষ্টি কামনা করেন।

আইসিটি ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্যাদি ঃ

এখানকার কিছু কিছু উদ্যোক্তা বিদেশে পণ্য রপ্তানী করলেও আইসিটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে তারা এখনো অন্ধকারেই রয়েগেছে। তাদেরকে আইসিটির ব্যবহার ও ই-মার্কেটিং-এর ব্যবহার শিখিয়ে দিলে তারা অত্যন্ত ভাল করবে বলে প্রতীয়মান হয়। তাই ফাউন্ডেশনের আইসিটি উইং কুমারখালী টেক্সটাইল ক্লাষ্টারের জন্য আইসিটি ও ই-মার্কেটিং সংক্রান্ত কার্যক্রম হাতে নিতে পারে।

রপ্তানী সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

স্বল্পপরিসরে হলেও উক্ত ক্লাষ্টার হতে কয়েকজন উদ্যোক্তা তাদের পণ্য মধ্যপ্রাচ্য সহ কিছু ইউরোপিয়ান দেশে রপ্তানী করছেন। তাদের মতে সেসকল দেশে তাদের পণ্যের চাহিদা ব্যাপক কিন্তু উৎপাদন ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কারণে তারা বড় ক্রয়াদেশ সরবরাহ করতে পারছেন না। তাই তারা আরো বেশী উৎপাদনশীল

উন্নত আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ে আগ্রহী। কিন্তু তারা জানেন না যে কোন দেশ থেকে কী যন্ত্রপাতি আমদানী করলে তাদের উৎপাদনশীলতা বাড়ার পাশাপাশি বিশ্বমাণের পণ্য উৎপাদন করা সম্ভব। তারা এই বিষয়ে এসএমই ফাউন্ডেশনের সহায়তা কামনা করেন।

ভবিষৎ সম্ভাবনাঃ

কুমারখালী টেক্সটাইল ক্লাষ্টারে উৎপাদিত হোম টেক্সটাইলের সুনাম দেশের গন্ডি পেরিয়ে এখন বিদেশেও ছড়িয়ে পরেছে। এই সুখ্যাতিকে ব্রান্ড ইমেজে রুপান্তরিত করতে পারলে দেশের প্রাচীন এই ক্লাষ্টারের পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি এবং রপ্তানী সম্ভাবনাও সমূহ। তাই উক্ত ক্লাষ্টারে আধুনিক ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা, স্বল্প সুদে অর্থ্যায়ন, আইসিটি, ই-কমার্স, ই-মার্কেটিং ইত্যাদি বিষয়াদির সমন্বয়ে উক্ত ক্লাষ্টারের উন্নয়নে সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। তাহলে কুমারখালী হোম টেক্সটাইল ক্লাষ্টার অদূর ভবিষতে দেশের একটি অন্যতম রপ্তানীমূখী ক্লাষ্টার হিসেবে আর্বিভূত হতে পারে।

অধ্যায় - ৪. চিহ্নিত সমস্যাবলী

উক্ত ক্লাষ্টারের প্রধান প্রধান সমস্যাবলী নিম্নরূপঃ

১. উন্নত প্রশিক্ষিত জনবলের / কারিগরের অভাব।

২. স্বল্প সুদে ব্যাংক ঋণের অভাব।

৩. আধুনিক ডিজাইন জ্ঞানের অভাব।

৪. আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব।

৫. রপ্তানী সহায়তা না পাওয়া।

৬. ট্যাক্স-ভ্যাট সংগ্রহকারী এবং পুলিশ কর্তৃক হয়রানী।

৭. ক্লাষ্টারে মোট কারখানার পরিমান, নিয়োজিত জনবল এবং উৎপাদিত পণ্যের বাজার মূল্য এর উপর নির্ভরযোগ্য কোন গবেষণা না হওয়া।

৮. উক্ত ক্লাষ্টারের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপি মোট চাহিদা ও বিদেশে এই সকল পণ্যের মার্কেট ট্রেন্ড সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য গবেষণা না থাকা।

অধ্যায় - ৫. সুপারিশমালা

কুমারখালী টেক্সটাইল ক্লাষ্টার -এর উন্নয়নে নিম্নোক্ত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারেঃ-

ক. স্বল্প মেয়াদী (৬ মাস থেকে ১২ মাসের মধ্যে)ঃ

১. উক্ত ক্লাষ্টারের মোট কারখানার পরিমান, নিয়োজিত জনবল এবং উৎপাদিত পণ্যের বাজার মূল্য নিরুপন করার জন্য একটি শুমারী (সেন্সাস) পরিচালনা করা যেতে পারে।

২. ক্লাষ্টারের উদ্যোক্তা / কারিগরগণকে কারিগরি ও ডিজাইন জ্ঞান সংক্রান্ত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে।

৩. এসএমই ফাউন্ডেশনের ক্রেডিট হোলসেলিং কার্যক্রমের আওতায় কুমারখালী টেক্সটাইল ক্লাষ্টার -এর উদ্যোক্তাগণের জন্য একটি বিশেষ ঋণ প্যাকেজের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

খ. মধ্য মেয়াদী (১ বছর থেকে ৩ বছরের মধ্যে)ঃ

৪. কুমারখালীতে একটি ডিজাইন ও প্রশিক্ষণ সেন্টার স্থাপন করা যেতে পারে।

৫. কী কী আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপণের মাধ্যমে উক্ত ক্লাষ্টারের উৎপাদনশীলতা ও পণ্যের মাণ উন্নয়ন সম্ভব এবং এই সকল যন্ত্রপাতি কোন দেশ থেকে সহজেই আমদানী করা যেতে পারে এই সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

৬. কুমারখালী টেক্সটাইল শিল্প ক্লাষ্টারের উদ্যোক্তাগণের জন্য রপ্তানী সংক্রান্ত তথ্য সহায়তা কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

৭. কুমারখালী টেক্সটাইল শিল্প ক্লাষ্টারের উদ্যোক্তাগণকে পণ্য পরিবহনকালে বিভিন্ন সরকারী সংস্থার হয়রানীর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে মতবিনিময় করে একটি স্থায়ী সমাধানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

গ. দীর্ঘ্য মেয়াদী (৩ বছরের অধিক সময়ের মধ্যে) ঃ

৮. কুমারখালী টেক্সটাইল শিল্প ক্লাষ্টারের উন্নয়নে সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে এটিকে দেশের প্রথম হোম টেক্সটাইল রপ্তানীকারক ক্লাষ্টারে উন্নয়ন করা যেতে পারে।

অধ্যায় - ৬. উপসংহার

দীর্ঘ্য ৭০-৭৫ বছরের পুরানো এই ক্লাষ্টারের অবস্থান রাজধানী ঢাকা শহর থেকে দূরে হওয়ার কারণে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা তেমন উন্নত না হওয়ায় এখানে তেমন কোন উন্নয়ন সহযোগি / এনজিও / সরকারের অন্য কোন সংস্থার কার্যক্রম চুখে পরে নাই। অতএব এই ক্লাষ্টারে এসএমই ফাউন্ডেশন সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে এটিকে স্বল্প শ্রমে একটি পূর্ণাঙ্গ সচল ক্লাষ্টারের রুপ দিতে পারে। যাতে করে একদিতে যেমন উক্ত ক্লাষ্টারের উদ্যোক্তাগণ উপকৃত হবে অন্যদিকে এসএমই ফাউন্ডেশন ও স্বল্প সময়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ক্লাষ্টার উন্নয়নে ভূমিকা পালন করতে পারে।